প্রথম আলো

তারিখ 2 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আসনসংকটের কারণে ভেতরে প্রবেশের জন্য খুব সকাল থেকেই লাইনে দাঁড়াতে হয় শিক্ষার্থীদের। ছবিটি গত বুধবার সকালে তোলা ● প্রথম আলো

# গ্রন্থাগারে ঢুকতে লম্বা লাইন!

আহমেদ জায়িফ ●

কারও কাঁধে ব্যাগ, কারওবা হাতে। লাইন ধরে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ পত্রিকা পড়ছেন, কেউবা বই।

লাইনে দাঁড়ানো সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনের ফটক খোলার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। পরে এসে জায়গা পাবেন না, তাই ফটক খোলার আগেই দাঁড়িয়ে থাকা। গ্রন্থাগারের সামনের প্রতিদিনকার সকালের চিত্র এটি।

শিক্ষার্থীরা জানালেন, আসনসংকটের কারণে গ্রন্থাগারে জায়গা পাওয়া কঠিন। তার ওপর বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার আগে প্রস্তুতি নিতে শিক্ষার্থীরাও গ্রন্থাগারমুখী হন বেশি। তাই আসন পেতে হলে ভোরবেলা এসে লাইনে দাঁড়ানো অনেকটা বাধ্যতামূলক।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে বাইরের শিক্ষার্থীরাও গ্রন্থাগারে পড়তে আসেন। এ ছাড়া চাকরি পাননি এমন সদ্য-সাবেক শিক্ষার্থীরাও ভিড় করেন।

গ্রন্থাগারিক এ এস এম জাবেদ আহমেদ গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ভবনটি যখন নির্মাণ করা হয়েছিল তখন শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল সাত হাজার। কিন্তু শিক্ষার্থী বাড়ার সঙ্গে অবকাঠামো আর বাড়েনি। এ কারণে আসনসংকট দেখা দিয়েছে। একটি টেবিলে যেখানে দুজন শিক্ষার্থী বসার কথা, সেখানে চারজন বসছেন। কিন্তু তবুও আসনসংকুলান হচ্ছে না।

গ্রন্থাগার সূত্রে জানা যায়, শনি থেকে বুধবার সকাল আটটা থেকে রাত নয়টা, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা এবং শুক্রবার বেলা তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে মূলত কলা, সামাজিক ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের শিক্ষার্থীরা পড়তে আসেন। এ তিন অনুষদে রয়েছেন ২০ হাজারেরও অধিক শিক্ষার্থী। তিনতলাবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শিক্ষার্থীদের জন্য মোট আসনসংখ্যা ৬৬০।

গ্রন্থাগারের নিয়ম অনুযায়ী, বাইরের বই নিয়ে ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র ছাড়াও প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এ দুটো নিয়মের লঙ্ঘনই হয় অহরহ। অধিকাংশ শিক্ষার্থীকেই মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার গাইড বই নিয়ে ঢুকতে দেখা যায়। গ্রন্থাগারে প্রবেশের সময় পরিচয়পত্রও দেখা হয় না।

> **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়**
>
> 'নিরিবিলি পরিবেশে পড়ার জন্যই লাইব্রেরিতে আসা। কিন্তু আসন না পেলে সবকিছু ভেস্তে যায়'

লাইনে দাঁড়ানো অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নাভিদ হাসান খান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নিরিবিলি পরিবেশে পড়ার জন্যই লাইব্রেরিতে আসা। কিন্তু আসন না পেলে সবকিছু ভেস্তে যায়। তার ওপর গ্রন্থাগারজুড়ে রয়েছে ধুলো। টেবিল, মেঝে নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না।' 'গ্রন্থাগারে সমস্যা হলো এখানে গরম প্রচণ্ড। অধিকাংশ শীতাতপনিয়ন্ত্রণযন্ত্র নষ্ট হওয়ায় ভ্যাপসা গরম থাকে সব সময়।' বললেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্র ইউসুফ সাদেহিন। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ইয়াসিন এলাহী বলেন, 'লাইন ধরে গ্রন্থাগারে প্রবেশের পর টয়লেটে যেতেও লাইন ধরতে হয়। অধিক শিক্ষার্থীর জন্য কম টয়লেট থাকায় এগুলো নোংরাও থাকে বেশি।'

সার্বিক বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে উপাচার্য এ এ ম স আরেফিন সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কোনো বিকল্প নেই। সরকার ও দাতাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। তহবিল পাওয়া গেলে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে।'